রাম করন শর্মা ঃ

ডঃ রাম করন শর্মা একধারে একজন অতি সুপরিচিত সংস্কৃত পণ্ডিত অন্যদিকে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু সরকারী এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে মর্যাদপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর নিজস্ব সাহিত্যকীর্তি ছাড়াও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, মহাকাব্য এবং পুরানের ওপর তিনি একাধিক পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। বিহারের শরনজেলার শিবপুর নামক স্থানে ১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ তিনি জন্মগ্রহন করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সংস্কৃত এবং হিন্দী উভয়ে বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বিহার সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন থেকে যথাক্রমে সাহিত্যাচার্য, বেদান্তশাস্ত্রী, নব্যব্যাকরনশাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। একজন ফুলব্রাইট স্কলার হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন, যেখানে তিনি প্রখ্যাত অধ্যাপক M. B. Emeneau-এর সঙ্গে একাসনে অধ্যাপনা করেন। একজন অতি সুপরিচিত আন্তর্জাতিক পণ্ডিত হিসাবে ডঃ শর্মা কলোম্বিয়া, শিকাগো এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ২০০৬ সালে দিল্লীতে বসবাসকালীন সময়ে ডঃ শর্মা প্রতিবছরে অন্তত কিছু মাস তিনি নিয়ম করে আমেরিকাতে অধ্যাপনা করতে যেতেন।

সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যে ডঃ শর্মার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত সংস্কৃত কাব্যসংকলনগুলি হল — 'সন্ধ্যা', 'পাথেয়শতকম', 'বীনা', 'কবিতা', 'রয়ীশঃ', 'সীমা'। বিভিন্ন গবেষনামূলক পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক, তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Elements of poetry in the Mahabharata', যেখানে রয়েছে রূপক ও বাচ্যালংকারের সুবিন্যস্ত

Scanned by CamScanner

-বিশ্লেষণ। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ হল — 'শিবসহস্রনামাষ্টকম্', 'শিবসূক্তীয়ম', 'সর্বমঙ্গলম্', 'সুমনোমালা: কাব্যসংগ্রহঃ', ১৯৯৩ সালে তিনি 'মৎস্যপুরাণ' এবং 'চরকসংহিতা'-র সম্পাদনা করেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব, প্রচার ও প্রসারের ওপর তাঁর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকটি হল— 'Researches in Indian and Buddhist Philosophy'। ভারতীয় আয়ুর্বেদের উপর রচিত তাঁর আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল— 'Rejuvenative Healthcare in Ayurveda'।

আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার প্রচার, প্রসার, বিকাশ-সাধনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা চিরস্মরণীয়। International Association of Sanskrit Studies-এর সম্পাদক ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি Central Sanskrit Board এবং প্রথমপঞ্চম-বিশ্বসংস্কৃত সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৮৩ সালে তিনি সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার, ভারতীয় ভাষা পরিষদ অ্যাওয়ার্ড, দিল্লী সংস্কৃত একাদেমী পুরস্কার এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হন। 2005 সালে তিনি Krishana Kanta Handique Memorial Award পান। সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ সাধনের জন্য 2006 সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং তাঁকে জাতীয়

Scanned by CamScanner

পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। তিনি একধারে যেমন Royal Asiatic Society (London) - এর পণ্ডিত ছিলেন তেমনি অন্যদিকে American Oriental Society - এর অন্যতম সদস্যও ছিলেন।

তিনি বিহার সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি ছিলেন। এছাড়াও নানা সরকারী পদ তিনি অলংকৃত করেছেন যেমন —

1961 - 1970 —— Special Officer (Sanskrit), Govt. of India.
1970 - 1974 & 1980 - 1983 —— Founder Director, Rastriya Sanskrit Sangsthan.
1974 - 1980 —— Vice-Chancellor of Kameswar Singh Darbhanga University, Darbhanga.
1983 - 1984 —— Joint Educational Advisor, Govt. of India.
1984 - 1985 —— Sampurnananda Sanskrit University. Varanasi.

এই মহানজীবনীর জীবনাবসান ঘটে ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৮ সালে, দিল্লীতে।